তারিখ: 28 APR 2016
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ১

সংবাদ

‘শিক্ষার্থীদের অসুস্থ হয়ে প্রমাণ করতে হবে তাদের গরম লাগছে’

প্রচণ্ড গরম চলছে সারাদেশে। প্রচণ্ড গরমে স্কুলে যেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ২৬ তারিখে পাবনার বেড়ায় ৩০ জন শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষেই অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রচণ্ড গরমে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড গরমে স্কুলে যেতে বাধ্য করছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এখন পর্যন্ত কোন অভিভাবক বা শিক্ষক তাকে বলেননি যে গরমে অসুবিধা হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষক ও অভিভাবক বলবেন যে প্রচণ্ড গরমে শিক্ষার্থীদের কষ্ট হচ্ছে তারপর মন্ত্রী বুঝবেন যে শিক্ষার্থীদের গরম লাগছে। তা না হলে ‘গরমে কষ্ট হচ্ছে’ এটা বোঝার ক্ষমতা মন্ত্রী মহোদয়ের নেই। অসুস্থ হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা গরমে কষ্ট পাচ্ছে।

তীব্র গরমে অতিষ্ঠ গোটা দেশবাসী। দারুণ তাপপ্রবাহে জর্জরিত মানুষ, প্রাণীকুল ও ক্ষেতের ফসল। ঈশ্বরদীতে মরু অঞ্চলের মতো লু হাওয়া বইছে। শত শত শিশু ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। মৃত্যুর খবর মিডিয়ায় আসছে।

এই তীব্র গরমে দেশবাসীর জীবন ওষ্ঠাগত হলেও দেশের শিক্ষামন্ত্রী এর কিছুই টের পাচ্ছেন না।

রোদের তীব্রতা ভেদ করে স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে পড়লেও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার কোন তাগিদই অনুভব করছেন না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিহার, পশ্চিমবাংলাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য হলো এই তীব্র গরমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে যে কষ্ট হচ্ছে সে সম্পর্কে তার কাছে তো কেউ নালিশ করছেন না। কাজেই তিনি বুঝবেন কিভাবে দেশে তীব্র তাপপ্রবাহ বইছে এবং শিক্ষার্থীদের কষ্ট হচ্ছে। আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে অভিনন্দিত করি তার এই গণতান্ত্রিক চেতনা, কর্মপদ্ধতি এবং সত্য কথা বলার জন্য।

সত্যিই তো। বাইরের তাপপ্রবাহ তার তো জানার কথা নয়।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসা থেকে বেরিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস কক্ষে বসে দেশের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করলে তো বলাই যায় তাপপ্রবাহে শিক্ষার্থীদের দারুণ কষ্টের কথা তার কাছে পৌঁছায় না, কেউ জানায়নি। সুতরাং জ্ঞানার্জনে অভিভাবকদের হাত ধরে শিশুরা নিস্তেজ হতে হতে অসুস্থ হতে হতে স্কুলে তো যাবেই। তবে কাদম্বরি দেবী মরিয়া যেমন প্রমাণ করেছেন তিনি মরেননি, তেমনি তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে অথবা মৃত্যুবরণ করে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রমাণ করতে হবে যে দেশে তাপপ্রবাহ বইছে। উনি সেজন্যই হয়তো অপেক্ষা করছেন।

তবে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলাগুলোতে শত শত শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে এবং এমনকি জায়গা সংকটের কারণে এসব শিশুর চিকিৎসাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে, স্কুল ছুটি দেয়ার প্রশ্নে এটাও খুব যুতসই কারণ নয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। উনি কি আরও মারাত্মক কিছু দেখতে চাচ্ছেন।

প্রচণ্ড গরমে দেশের মানুষ ও প্রাণীকুলের জীবন ওষ্ঠাগত। স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা এই অবস্থায় আর পারছে না স্কুলে যেতে। দেশে ব্যাপক হারে শিশুরা ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

সুতরাং এ সম্পর্কে আর জানানোর অপেক্ষা না করে শিক্ষামন্ত্রী কি এ মুহূর্তে দেশের সব স্কুলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করবেন!